2 1 JUN 2022

আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবার, হাওড়া

Dutta Chaudhury family of Andul, Howrah

সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় ও দুর্গাপূজা

PRESS-RELEASE

- কৌলিক পরিচয় —

হাওড়া জেলার আন্দুল ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এই বনেদি পরিবার। ইঁহাদের কৌলিক পদবি হইল 'দত্ত', এবং গোত্র ভরদ্বাজ। বর্ণে ইঁহারা ক্ষত্রিয় ও জাতিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় শ্রেণীর কায়স্থ। পূর্বে এই রূপ লিখিত হইয়াছে যে গৌড়াধিপতি আদিশূর একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজিত করিতে গেলে তাঁহার রাজ্যে ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে যজ্ঞের উপযুক্ত উত্তম দ্বিজের অভাব দেখিয়া সেই সুদূর কনৌজ হইতে ১০ম শতাব্দীতে ১০ জন দ্বিজ (৫ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও ৫ যাগ্নিক ক্ষত্রিয় বর্ণীয় কায়স্থ) তাঁহার রাজ্যে আনাইয়া ছিলেন। ঐ ১০টি দ্বিজদিগের মধ্যে অন্যতম কায়স্থ ছিলেন শিবদত্ত পুত্র পুরুষোত্তম দত্ত। পরবর্তীকালে ১২ই শতাব্দীতে উনার উত্তরসূরিগণ গৌড় অঞ্চল হইতে দক্ষিণ-রাঢ় অঞ্চলের ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত বালিগ্রামে চলিয়া আসিলে উঁহাদের সেই হইতে 'বালির দত্ত' বলিয়া সম্মোধন করা হইয়া থাকে।

Created with PDFBear.com

- মুজঃফরপুর পরগনার চৌধুরী ও জমিদারি —

ভারতে মুঘল রাজত্বের সময়েও মুঘলরা সালতানাতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য ধরিয়া রাখিয়া ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে রাজস্ব বন্দোবস্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রশাসনিক বিভাগগুলি যেমন ছিল তাহা হইল প্রতিটি 'সুবাহ' অন্তর্গত বেশ কয়েকটি 'সরকার' ছিল, আবার ঐ প্রতিটি সরকারের অন্তর্গত বেশ একটা 'পরগনা' থাকিত। পরগনা পুনরায় আবার কয়েকটি 'তালুকা'-য় বিভক্ত থাকিত যা আবার কয়েকটি 'মৌজা'-তে বিভক্ত থাকিত।

ঠিক এমনি, মুগল সাম্রাজ্যের বাংলা 'সুবাহ' (Subah Bangla)-র অন্তর্গত বিভিন্ন সরকারের মধ্যে একটি ছিল 'সাতগাঁও সরকার' (Sarkar of Satgaon) (বর্তমান হাওড়া ও হুগলি জেলা নিয়ে) যার অধীনে বেশ কয়েকটি পরগনার মধ্যে একটি ছিল 'মুজঃফরপুর'। সম্ভবত পরগনার এই নামটি অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার (Independent Bengal Sultanate) প্রথম সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ- (রাজত্ব কাল: ১৩৪২-১৩৫২ খ্রীঃ) হইতে আসিয়া ছিল কারণ উনার মুদ্রা (coins)-তে উনাকে 'মুজঃফর' বলিয়া সম্মোধন করা হইয়া থাকিত।

তখন রাঢ়-বঙ্গে স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব চলিতে ছিল, ১৩৮০ – ৯০ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তম হইতে দ্বাদশ পুরুষ দেবদাস (তেকড়ী) দত্ত তাঁহাদের বালিগ্রামের বাসস্থান ছাড়িয়া পিতা মুরারি দত্তবিশ্বাসের মুজঃফরপুর পরগনার বিস্তীর্ণ এস্টস্টের উত্তরাধিকারী হইয়া সরস্বতী নদীর পশ্চিম-উপকূলে মৌজা আন্দুল-মহিয়াড়ী অঞ্চলে বাজরা যোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,সঙ্গে করিয়া আনিয়া ছিলেন ব্রাহ্মণ, ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, মালাকার, দুলে, ধীরব, শবর, ইত্যাদি শ্রেণীয় মানুষজনকে। তেকড়ী এই স্থানে আসিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া, কাঁচা পথ নির্মাণ করাইয়া একটি সমাজ পত্তন করিয়া স্বশাসিত 'জমিদার' রূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছিলেন, কারণ উনার এস্টেট মালিকানা তথা জমিদারি ছিল পিতৃদত্ত অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি। মোট ২৫২ বিঘা ভদ্রাসন জমির ওপর নির্ম্মাণ হইয়াছিল জমিদার তেকড়ীর বসতবাটি, নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন কিছু দেবোত্তর দেবালয়, চিকিৎসালয় ও পাঠশালা। সেই হইতে আন্দুলে দত্ত বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই আমলটা

Created with PDFBear.com

BUTIA CHAUDHURY FAMILY / বুটিয়া চৌধুরী পরিবার
Date.....
আন্দুল / ANDUL

যে ছিল বেজায় পুরোনো, মনে রাখিবার সীমানার ভিতরে আনা কঠিন, তাই এ ইতিহাসটি পুরাতন আমলের ওপাশ ঘেঁষেই রইয়া গেল।

একতো দত্ত বাবুর সুবিস্তীর্ণ এস্টেট (পরগনা) মালিকানা আর দ্বিতীয়ত 'জমিদার' রূপে তাঁহার প্রভূত উন্নত অবস্থা – এহেন লক্ষণ দেখিয়া তৎকালীন তাঁহার সমসাময়িক সুলতান সিকান্দর শাহ তাঁহাকে সে পরগনার প্রধান রাজস্ব আদায়কারী (chief revenue collector) 'চৌধুরী' পদে নিযুক্ত করিয়া চতুরঙ্গ প্রদান করিয়া ছিলেন। লেখকগণ অনেক সময় এই 'চৌধুরী' পদবীকে 'রাজ-উপাধি' বলিয়া থাকিত, কারণ এটি রাজদত্ত পদবী অর্থাৎ সরকার হইতে প্রদত্ত। সেই হইতে জমিদার তেকড়ী মুজঃফরপুর পরগনার 'চৌধুরী' হইয়া ছিলেন। এর পর তেকড়ী হইতে আন্দুলের দত্ত বংশ 'দত্তচৌধুরী' নামে পরিচয় পাইয়া থাকে।

একে স্বশাসিত জমিদার তার উপর রাজপ্রদত্ত 'চৌধুরী' হইয়া রাজস্ব সংগ্রহের এক-চতুর্থাংশের অধিক সুবিধা পাইবার কারণ ইঁহাদের আর্থিক উন্নতির বিকাশ ফুলে-ফেঁপে উঠিয়া ছিল, তার পর পাইক, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি করিয়া এমন এক রাজপযুক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল যে তাহা দেখিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে 'রাজা বাবু' বলিয়া সম্মোধন করিত।

সাধারণ ভাবে চৌধুরীদিগের কর্ত্তব্য থাকিত তাঁহাদের পরগনাস্থ মৌজা হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের কাছে এক-চতুর্থাংশ (২৫%) রাখিয়া বাকি (৭৫%) সরকারের রাজকোষে পরিশোধ করিতে হইতো। কিন্তু জমিদার তেকড়ী দত্ত সম্ভবত এক-চতুর্থাংশের অধিক সুবিধা পাইতো কারণ তাঁহার মুজঃফরপুর পরগনার বিস্তীর্ণ জমি উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়া ক্রমে গোটা পরগনার মালিক হইয়া ছিলেন। মুজঃফরপুর পরগনায় কোনো তালুকা ছিল না, আনুমানিক ১০০টি মৌজা নিয়ে গঠিত হইয়া ছিল ঐ পরগনা যাহাদের বর্ত্তমানে হাওড়া জেলা অন্তর্ভুক্ত এই নামে চেনা হইয়া থাকে, যথা – আন্দুল, মহিয়াড়ী, আড়গোড়ী, মাশিলা, ঝোড়হাট, কামরাঙ্গাঁ, দুইল্যা, মীর্জাপুর, আলামপুর, জঙ্গলপুর, সাঁকরাইল, ধূলোগোড়ী, কাঁন্দুয়া, ইত্যাদি। এই চৌধুরীদিগের বাসভবন ও দফতর (কাচারি বাড়ি) ছিল আন্দুল–মহিয়াড়ী মৌজায় তাই ইঁহাদের মুজঃফরপুরের দত্তচৌধুরী না বলিয়া 'আন্দুলের দত্তচৌধুরী' বলা হইয়া থাকে।

Created with PDFBear.com

DUTTA CHAUDHURY FAMILY Date..... ANDUL

- উল্লেখযোগ্য ঘটনা : ১ –

জমিদার ও চৌধুরী তেকড়ী দত্তের দুই পুত্র – রত্নাকর দত্ত ও রমাকান্ত দত্ত। তেকড়ী আন্দুল আসিলেও তাঁহার বৃদ্ধ মাতা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রত্নাকর তাঁহাদের পৈতৃক নিবাস বালি গ্রামেই রইয়া গিয়া ছিলেন তত্রত্য সম্পত্তি ও শিবালয়াদি পরিদর্শনের জন্য। গঙ্গার ধারেই ছিল তাঁহাদের বাসভবন, যেখানে লোক-লশকর, দাস-দাসী সবই ছিল। পিতামহী থাকিতেন পুজো-আচ্চা নিয়া তাই নাতি রত্নাকরও তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকিতেন।

রত্নাকরের বয়েস যখন হইল ১৭ ঘটিল একটি ঘটনা। রোজকার মতন স্নান করিবার পর গঙ্গার ধারে বসিয়া পূজাহ্নিক করছিলেন। খানিক আগেই জোয়ার আসিয়াছিল, ঢেউরের তোড়ে একটি ছোট্ট পাথর ভাসিয়া আসিল তাঁহার নিকট। রত্নাকর সে পাথরটি গঙ্গায়ে ছুঁড়িয়া দেন। ঢেউয়ের তোড়ে পুনরায় সে পাথরটি তাঁহার কাছে আসিল, এরম বেশ কয়েক বার হইবার পর রত্নাকর বুঝিয়াছিলেন যে সে পাথর সাধারণ নহে, কারণ তাঁহার পূজার তাম্র বাসনাদীতে সে পাথর লাগিতেই সেগুলি ততক্ষণে স্বর্ণে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার পিতামহীকে দেখাইলেন, তিনি পরীক্ষা করিলেন যে একটি লোহার টুকরো মুহূর্তের মধ্যে সোনা হইয়া গেলো, বুঝিয়াছিলেন যে সেটি পরশমণি।

স্বয়ং ভাগীরথীর দান ভাবিয়া পিতামহী সে মণি মাথায় ঠেকাইয়া লক্ষীর কৌটোয়ে তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, "খুব সাবধানে ব্যবহার করিয়ো, নহিলে বিপদ হইতে পারে"। তারপর ওদিকে দেখিতে-দেখিতে গড়িয়া গেল বেশ কয়েকটি বছর, ভাগীরথী দিয়া বইয়া গেলো অনেক জল, পিতামহী জীবিত থাকা কালীন রত্নাকরের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার কামদেব দত্ত নামক একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। তেকড়ী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি আন্দুলেই বাস করিতেন, এবং রত্নাকর বালিতে। অনেক পরিণত বয়েসে তেকড়ী পরলোক গমন করিলে ছেলে রত্নাকর আন্দুলে আসিয়া পিতার পরলৌকিক ক্রিয়ার আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করিয়া ছিলেন; শোনা যাইয়া থাকে যে কাশী, কঞ্চি, মিথিলা, দ্রাবিড় রাজ্য হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া ছিলেন, ভিক্ষাজীবীরাও আহূত হইলেন, ইঁহাদের কেবল

Created with PDFBear.com

DUTTA CHAUDHURY FAMILY ★ আন্দুল / ANDUL ★ Date.....

সুপ্রচুর ভোজ্যই দেয়া হইলো তা না, সঙ্গে করিয়া দেওয়া হইয়া ছিল অপরিমিত সুবর্ণ। এরম অঢেল খরচা ও স্বর্ণের ব্যবহার দেখিয়া চারিদিক হইতে চাপা কৌতূহল দেখাইয়া দিল। তারপর একথা–সেকথার মধ্যে দিয়া বেরিয়া অসিলো ঐ পরশমণির ব্যাপারটা। আর জিনিষটা এমন ভাবিয়া প্রকাশিত হইয়া ছিল যে স্বয়ং রত্নাকর নিজেও তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। দ্রুত খবর গিয়া পৌছাইলো রাজধানীতে। তৎকালীন বাংলার সুলতান, সম্ভবত গিয়াস-উদ্দীন-আজমশাহ, সে মণি সহ রত্নাকরকে রাজধানীতে আনিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রত্নাকর ভাবিলেন তাঁহার পরশমণির কথা অস্বীকার করিলে সৈন্যরা সর্ব্বস্য লুঠ করিতে পারে, বাজাতি-ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারে, তাই ঐ মণি সহ রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। বাজরা এগিয়া চলিল। হুগলির ত্রিবেণী ছাড়িয়া আরো উত্তর দিকে এগিয়া গেলো। কাঞ্চননগরের কাছা-কাছি আসিতে রত্নাকর ভাবিলেন যে ঐ মণি তিনি কোনো মতে সুলতান রাজাকে দিতে পারিবেন না, ইহা যে দেবদত্ত –মণি ! আবার মণি ঘরে আছে সন্দেহ করিলে পরিবারের উপর অত্যাচার করিতে পারে, এই ভাবিয়া সত্যতা প্রমাণের জন্য সেই বাজরাতে উপস্থিত সৈন্যদেরকে সে মণি বাহির করিয়া দেখাইলেন এবং পাশে পরে থাকা একটি লোহাকে সোনায় রূপান্তরিত করিয়াও দেখাইলেন এবং শেষ মেশ নিজ মণিসহ বাজরা হইতে গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

- উল্লেখযোগ্য ঘটনা : ২ –

জমিদার ও চৌধুরী রত্নাকর দত্তের পুত্র কামদেব দত্ত পিতার মৃত্যুর কথা শুনিয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া তীর্থ ভ্রমণে যান। আর্য্যবর্ত্তের প্রধান-প্রধান তীর্থ তিনি দর্শন করিয়া ছিলেন, অবশেষে গয়াধামে গিয়া প্রেত-শীলা পর্বতে পিতার পিণ্ড-দান করিয়া ছিলেন। পর্ব্বতারোহণ করিতে গিয়া উনি বেশ কষ্ট অনুভব করিয়া ছিলেন। প্রেত-শীলা পর্ব্বত হইতে প্রায় ১০ কি.মি পূর্বে ফলগুণ নদীর তীরে অবস্থিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপদ মন্দিরে গিয়া কামদেব প্রার্থনা করিয়া ছিলেন যে, "হে ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু, হে সর্ব্ব কল্যানের আকার শ্রীহরি, তোমার এই পবিত্র পতিত উদ্ধারকারী পুণ্য পাদপদ্মতীর্থ দর্শনকামী নৈষ্টিক ভক্তগণের পবিত্র আরোহণ কষ্ট

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date.....
ANCUL
Created with PDFBear.com

লাঘব করিবার জন্য এই শৈলদেশে সোপান নির্ম্মাণ করাইবার ক্ষমতা আমাকে দাও। এই পরিণত বয়সে স্বল্প আয়ুশকালের মধ্যে যদি ইহা আমার দ্বারা সম্ভব না হয় তবে যেন আমার বংশজাত অন্য কাহারও দ্বারা আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়"। উপরি উক্তি প্রার্থনার পর ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রীশ্রীনারায়ণ কামদেবকে স্বপ্নাদেশে প্রত্যাদেশ করিয়া ছিলেন যে, "তোমার ভবিষ্যৎ বংশগণ দ্বারা তোমার ইচ্ছা যথাকালে আশাতীতরূপে সফল হইবে"।

ভগবৎ আদেশ কখনো ব্যর্থ হয়েনা। কামদেব হইতে তাঁহার ৭'তম কুলতিলক, 'হাটখোলার দত্ত বংশ' উদ্ভব মদনমোহন দত্ত সেই প্রেতশীল পর্ব্বত শিখরব্যাপি বিস্তৃত সোপানশ্রেণি, যাত্রিনিবাস ও অন্যান্য দেবালয়াদি নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। কামদেব পুনরায় আন্দুলে ফিরিয়া আসিয়া জমিদারি এস্টেট দেখা-শোনা করিতেন।

- উল্লেখযোগ্য ঘটনা : ৩ –

জমিদার ও চৌধুরী কামদেব দত্তের পুত্র কৃষ্ণানন্দ দত্ত। মহাপ্রভুর আদেশানুসারে নিত্যনন্দপ্রভু সংসার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন ও সে সঙ্গে গৃহস্থদের মধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে শুরু করিয়া ছিলেন। এমনি আন্দোলন চলা কালীন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার কিছু পার্ষদের নিয়া নৌকা যোগে আন্দুল–মহিয়াড়ী গ্রামের পাশ দিয়া যাইতে ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর আসিবার কথাটি কোনোভাবে পৌঁছাইয়া গিয়েছিল সে পরগণার তৎকালীন জমিদার ও চৌধুরী কৃষ্ণানন্দ দত্তের কাছে। কৃষ্ণানন্দ নিজে বাল্যকাল হইতে ভীষণ ভাবে ছিলেন কৃষ্ণ পরায়ণ, প্রাসাদের পাশে তাঁহার কীর্ত্তন-মণ্ডপে অনেকটা সময়ে ধরিয়া তিনি কাটাইতেন কীর্ত্তনে বা কৃষ্ণ নাম শুনিয়া, এবং নিজে জানিতেন যে নিত্যনন্দই ছিলেন শ্রীবলরাম। তাই উনি আসিতেছেন শুনিয়া আগে হইতে তাঁহার কিছু প্রজাদের লইয়া সরস্বতী নদীর ধার হইতে অপেক্ষা করছিলেন। নিত্যনন্দকে সরস্বতীর পবিত্র জলে চরণ ধুইয়া অতি সম্মানের সহিত প্রাসাদে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বলা হইয়া থাকে যে তিনরাত্রি ছিলেন নিত্যানন্দ সেখানে। সে সময়ে জমিদার বাবু সস্ত্রীক নিত্যানন্দ প্রভুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া ছিলেন। মনে করা হইয়া থাকে যে গুরুর আদেশ মানিয়া রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র কন্দর্পরাম

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date.....
আন্দুল / ANDUL
Created with PDFBear.com

দত্তকে পরবর্তী 'চৌধুরী' করিয়া, জমিদারির যাবতীয় দায়ভার সোঁপে দিয়া, নিজে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করিয়া পুরীধামের পথে যাত্রা করিয়া ছিলেন। তাঁহার আরাধ্য শ্রীশ্রীরাধা–মাধব বিগ্রহ আন্দুল হইতে পুরী লইয়া যান। বর্ত্তমানে ঐ বিগ্রহ উড়িষ্যা প্রদেশের কেন্দ্রপাড়া জেলার ছোটিগ্রামে আছে।

শোনা হইয়া থাকে যে কৃষ্ণানন্দ দত্ত জমিদার ও চৌধুরী থাকা কালীন তাঁহার সহিত তাঁহার প্রজাদিগের সম্পর্ক ছিল বাপ-ছেলের, তাই উনি গ্রামত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার পুত্রতুল্য প্রজাদিগের উদ্দেশ্যে বলিয়া গিয়া ছিলেন যে, "নিত্যানন্দের চরণস্পর্শে মথিত তাঁহার চরণধূলি সুবাসিত এই গ্রামে তোমরা আনন্দের সহিত বাস করিয়ো। আজ হইতে এই গ্রামের নাম হইল 'আনন্দধূলি'। ঐ 'আনন্দধূলি' শব্দটি পরবর্তীকালে অপভ্রংশে হইয়া আজকের 'আন্দুল' হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কৃষ্ণানন্দ হইতে ১০ম কুলদীপক হেমোৎপল চৌধুরী জানিয়াছেন তাঁহার লিখিত গ্রন্থে যে সম্ভত সুলতানি রাজত্ব কাল হইতে এ গ্রামের নাম 'আন্দুল'–ই ছিল, নামের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

- উল্লেখযোগ্য ঘটনা : ৪ –

পূর্বে এমনটাই লিখিত হইয়াছে যে কৃষ্ণানন্দ পুত্র জমিদার ও চৌধুরী কন্দর্পরাম দত্ত যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আন্দুল হইতে প্রায় ১৩ কি.মি. দক্ষিণে, সাঁকরাইল নিকট, সুগভীর জলবেষ্টিত দ্বীপাকার সুবিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া ছিল। তিনি সেখানে একটি নগর স্থাপন করিয়া নিজ নামধ্যয় 'কন্দর্পনগর' রাখিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সে সুগভীর জলরাশি ক্রমে ভরাট হইয়া সেটা বিলরুপে পরিণত হইয়াছে। ঐ নগরকে বর্ত্তমানে 'জালা কেন্দুয়া' বা 'কেন্দুয়া' বলিয়া জানা যাইয়া থাকে।

- বংশে শারদীয়া দুর্গোৎসবের সূচনা –

জমিদার ও চৌধুরী কন্দর্পরাম দত্তের তিনটি পুত্র সন্তান, যথা - রামশরণ দত্ত (বড় কুমার), গোবিন্দশরণ দত্ত (মেজো কুমার) ও হরিশরণ দত্ত (ছোট কুমার)। এই তিন কুমারের মধ্যে রামশরণ দত্ত জ্যেষ্ঠ ও যোগ্য হইবার কারণে পিতা কন্দর্পরামের

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date.....
আন্দুল / ANDUL
Created with PDFBear.com

অবসর গ্রহণের পর পরবর্ত্তী জমিদার ও চৌধুরীর দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছিল। রামশরণের সময়ে সরকারের নিকট বার্ষিকী ১০৮,৩০২২ দাম (~ ₹২,৭০০.০০) খাজনা জমা পরিতো।

দত্তচৌধুরী বংশের শারদোৎসব, যা আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে তা আনুমানিক ১৪৯০ শকে (১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দ) উনার দ্বারাই শুরু হইয়া ছিল। তাঁহার সময়কার দেবী প্রতিমা মনে করিয়া হইয়া থাকে ছিল মৃন্ময়ী ঘোঁড়াকৃতিসিংহ-সহ মহিষমর্দিনী (সিংহবাহিনী) যা খড়ের আটচালাতে পুজো হইতো। রামশরণ কর্ত্তৃক এই পূজা বর্ত্তমান আন্দুল মৌজার পার্শ্বর্ত্তী ডোমজুড় থানা অন্তর্ভুক্ত মহিয়াড়ী মৌজায় হইয়া থাকিত বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে, কারণ পূর্বে ইঁহাদের প্রাসাদ বাটি (তেকড়ী নির্ম্মিত দত্তচৌধুরীদের আদি বসতবাটি) ঐ স্থানে ছিল বলিয়া অনুমান।

- পরিবারের শাখা : হাটখোলা (কলিকাতা)-র দত্ত –

দুর্ভাগ্যক্রমে জ্ঞাতি বিরোধি ভারতবর্ষে চিরদিন সর্বনাশ করিয়া আসিয়াছে। কুরুকুল হইতে সামান্য গৃহস্ত পর্যন্ত সকলেই আবহমান কাল জ্ঞাতি বিরোধাগ্নিতে জ্বলে ছার-খার হইয়া গিয়াছে। এরকমি একবার হইয়াছিল এই চৌধুরী বংশে; জমিদারির বিষয়আশয় লইয়া রামশরণের সহিত তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দশরণের এক ভয়ানক বিবাদ বাঁধিয়া গিয়াছিল। ১৫৮৪ খ্রীঃ অর্থমন্ত্রী টোডর মল, বাদশাহ আকবরের নবজিত বাংলা-বিহার-ও-উড়িষ্যার খাজনা বন্দোবস্ত করিতে আসিয়া ছিল সেই সময়ে গোবিন্দশরণ তাঁহার অধীনে আমিনের কাজ পাইয়া ছিল। এই সুযোগে তিনি তাঁহার দাদা রামশরণের উপর প্রতিশোধ লইবার বিলক্ষন সুযোগ পাইয়া তাঁহার (রামশরণের) পরগনাস্থ খাজনার হার অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়াছে এরূপ দেখাইয়া ছিলেন মন্ত্রীকে। অনেক ভূম্যধিকারীরদের খাজনা বৃদ্ধি দেখিয়া গোবিন্দশরণ নিজে মন্ত্রীর নিকট প্রতিষ্টা হইয়া আকবরের নিকট হইতে কলিকাতার দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে 'বাদর রসা' নামক একটি চর-জমি উপহার (করহীন) স্বরূপ প্রাপ্ত করিয়া সেখানে চলিয়া যান এবং একটি সমাজ স্থাপন করিয়া সে অঞ্চলটি উনার নামে 'গোবিন্দপুর' রাখা হইয়া থাকে। উনার প্রপৌত্র রামচন্দ্র দত্ত গোবিন্দপুর হইতে

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date
Created with PDFBear.com

আরও উত্তরে চিৎপুর চলিয়া যান, সেখান হইতে অবশেষে হাটখোলায়। সেই হইতে উনার উত্তরসূরিদের 'হাটখোলার দত্ত' বলিয়া জানা হইয়া থাকে।

- আন্দুলে বাদশাহী সৈন্যদের লুট ও উড়িষ্যার পাঠান এবং আরাকানের মগদিগের আক্রমণ –

এমনটা মনে করিয়া হইয়া থাকে যে গোবিন্দশরণ দত্ত তাঁহার দাদা রামশরণের উপর প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রভাব খাটিয়া বাদশাহী সৈন্যদের সাহায্যে তাঁহার পৈতৃক স্থান আন্দুলে লুঠ করিয়া বিবিধ সম্পত্তি সহ কুলবিগ্রহ লইয়া যান। পুনরায় রামশরণ 'রাজ-রাজেশ্বর' শালগ্রাম কুলদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। একে সর্ব্বস্ব লুঠ, অন্যদিকে অতিরিক্ত হারে খাজনা বৃদ্ধির দায়, উড়িষ্যার পাঠানেরা এবং আরাকানের মগেরা আসিয়া প্রায় উপদ্রব করায় রামশরণ বিশেষ বিপদগ্রস্থ হইয়া ১৬০৬-০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার দুই রানী; প্রথম রানীর ৫টি পুত্র সন্তান, যথা– মহেশচন্দ্র, শিবনাথ, জগন্নাথ, পার্বতীচরণ এবং পরমচাঁদ। রামশরণ যখন পরলোক গমন করিয়া ছিলেন তখন তাঁহার দ্বিতীয় রানী ছিলেন অন্ত:সত্ত্বা। পিতার মৃত্যুর সময়ে যাঁহারা সাবালক ছিলেন তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে জমিদারি রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিল। অগত্যা দেবোত্তর ভিন্ন অপর সমস্ত জমি হস্তান্তর হইয়া গেলো। এমনটাই পূর্বে লিখিত রইয়াছে।

- আন্দুলে শাহ জাহান ও দত্তচৌধুরীদের কতক সম্পত্তি পূর্ণরুদ্ধার –

জমিদার রামশরণ দত্তচৌধুরীর দ্বিতীয় রানী গর্ভবতী হইবার কারণে পিতৃগৃহে আশ্রয় লাভ করিয়া ছিলেন, বর্ত্তমান হুগলি জেলা অন্তর্গত বৈদ্যবাটী গ্রামে। ইংরেজী ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে পিত্রালয় তিনি জন্ম দিয়াছিলেন এক পুত্র সন্তানের, নাম কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী।

উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের নিকট খুড়দা নামক একটি জায়গার রাজা ছিলেন পুরুষোত্তম দেব। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে যখন জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন তখন উনি হাসিম খাঁকে উড়িষ্যার রাজ্যপাল করিয়া ছিলেন। সেই সময় হইতে মুঘল সরকার

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date.....
Created with PDFBear.com

পুরুষোত্তম দেবকে নানা ভাবে অত্যাচার করিত। সেই অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইতে উনি তাঁহার রাজ্য হইতে একবার পলায়ন করিয়া ছিলেন। অবশেষে উনি ১৬২১-২২ খ্রিস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলেন, রাখিয়া গেছিলেন নরসিংহ নামের এক পুত্রসন্তান। তখন আহমেদ বেগ ছিলেন উড়িষ্যার রাজ্যপাল। ঐ আহমদ বেগও খুড়দা আক্রমণ করেন। ওদিকে চতুর্থ মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সহিত উনার পুত্র প্রিন্স খুররাম (শাহ জাহান)-এর কোনো একটি বিষয় গণ্ডগোল বাঁধিয়া গিয়াছিল। তাই সম্ভবত নরসিংহকে সাহায্য করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য হইতে গোলকুণ্ডা (হায়দরাবাদ) হইয়া উড়িষ্যা আসিয়া ছিলেন শাহ জাহান। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ জাহানের সহিত নরসিংহদেবের সেই সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। শাহ জাহান উড়িষ্যা আসিতে নরসিংহ দেবের অনেক বড় উপকার হইয়া ছিল। উড়িষ্যার কাজ হইয়া গেলে শাহ জাহান বাংলায় পারি দিয়া ছিলেন।

বাংলায় আসিয়া বর্ত্তমান হুগলি জেলার সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিবার লক্ষ্যে গঙ্গা হইয়া বর্ত্তমান হাওড়ার সাঁকরাইল হইতে সরস্বতী নদী দিয়া বাজরা যোগে যাত্রা করিয়া ছিলেন। কাশীশ্বর তখন কিশোর, মাত্র ১৭ বছর বয়স, দেখিতে তাঁহাকে ছিল পরম সুন্দর। মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ে দরবারি ভাষা ফার্সি হইবার কারণে কাশীশ্বর ফার্সি ভাষাতে ছিলেন দক্ষ। তাই খুররাম আসিবে জানিতে পারিয়া ফার্সি ভাষায় একটি দরখাস্তে তাঁহাদের বংশের মর্যাদা এবং তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সরস্বতী নদীর তীরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। অমন এক কিশোরকে ওরম ভাবে একটি দরখাস্ত নিয়া দাঁড়িয়া থাকিতে দেখিয়া খুররাম তথা শাহ জাহান বাজরা থামিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। কাশীশ্বর অকুতো ভয়ে যথাবিধি অভিবাদন করিয়া সে দরখাস্ত তুলিয়া দিলেন খুররামের হস্তে। সেই দরখাস্ত পাঠ করিয়া দত্তচৌধুরীদের কতক জমিদারি ফিরিয়া দিবার আদেশ করিলেন।

- পরিবারের বর্ত্তমান দুর্গাদালান –

আন্দুলে তাহাঁদের পৈতৃক জমিদারি পুনরাধিকার লাভ করিয়া কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী তাঁহার দাদাদের সহিত আন্দুলে রহিয়া গেলেন। আনুমানিক ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দের পর আন্দুলে তাঁহাদের পুরাতন বাটি পরিত্যাগ করিয়া নতুন ও বৃহৎ অট্টালিকা এবং

Created with PDFBear.com

পাকা দুর্গাদালান নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন যেখানে তাঁহাদের পিতা রামশরণের দুর্গাপুজো বজায় রাখিয়া হইয়াছিল। আন্দুলের এই এলাকাটির নাম পরিবারের নামেই 'চৌধুরী পাড়া' রাখা হইয়াছে, সরকারি ভাবে। কিছু বছর পর সেই দালানের পাশে কাশীশ্বর উনার নামধ্যয় 'শ্রীশ্রীকাশীশ্বর জীউ', তাঁহার পাওয়া বাণলিঙ্গ, পরিবারের কুলদেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন ও কুলপ্রথা অনুযায়ী উক্তদেবতার সেবার জন্যে 'শ্রীশ্রীকাশীশ্বর দেবোত্তর' নামে কিছু সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া যান। পরিবারের দেবোত্তর প্রাঙ্গনে পারিবারিক আরো তিনটি শিবালয় লক্ষ্য করিয়া যায়, যথা –

১. বিশ্বেশ্বর শিব (১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ)।
২. নকুলেশ্বর মহাদেব (১৯ শতক)।
৩. সৌরেন্দ্রমোহনেশ্বর শিব (শ্বেতলিঙ্গ)
(প্রতিষ্ঠাতা: অপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী, ১৯ শতক)।

কাশীশ্বর দত্তচৌধুরীর সময়কার পরিবারের দুর্গাদালান আনুমানিক ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ভাদ্রমাসে সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হইয়া যায়। পরিবারের তৎকালীন উত্তরসূরিরা পরের বছরেই পাঁচ-খিলান ও দু'দালান বিশিষ্ট দুর্গাদালান নির্মাণ করিয়াছেন যেখানে বর্ত্তমানে প্রতি বছর শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

- পরিবারের কুলদেবতা –

১. শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বর (শালগ্রাম)।
২. শ্রীশ্রীকাশীশ্বর শিব।
৩. শ্রীশ্রীদুর্গা (শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বরী ঠাকুরানী মাতা)।

- পরিবারের দুর্গাপুজোর বৈশিষ্ট –

দেবী বর্ত্তমানে মৃন্ময়ী অস্থায়ী মূর্ত্তিতে দশভুজা সসিংহ মহিষমর্দিনী, সরস্বতী–কার্ত্তিক–লক্ষ্মী–গণেশ যুক্ত ডাকের সাজে টানাচৌরি চালচিত্রে পারিবারিক দুর্গাদালানে মৃত্তিকার বেদির উপর পুজিতা। দেবী মহিষমর্দিনী দুর্গা এখানে দক্ষিণা,

DUTTA CHAUDHURY FAMILY

অর্থাৎ দক্ষিণমুখী। মহিয়াড়ী মৌজার প্রশস্ত অঞ্চলের ব্যাচারাম অধিকারী (ব্যাচা পোটো) ছিল এই চৌধুরী বংশের জাত পোটো। পূর্বে উল্টো রথের দিবসে কাঠামো পুজো হইয়া থাকিত, কিন্তু পরিবারে একটি দূর্ভাগ্য জনক ঘটনার পর বর্ত্তমানে জন্মাষ্ঠমীর দিবসে কাঠামো পুজো হইয়া থাকে। দেবী সরস্বতীর চালিতে আঁকা হইয়া থাকে দক্ষিণা-কালীর চিত্র, দেবী লক্ষীর চালিতে আঁকা হইয়া থাকে জগদ্ধাত্রীর চিত্র এবং দেবী দুর্গার চালিতে আঁকা হইয়া থাকে অনন্ত-বিষ্ণুদেবের চিত্র। দেবী দুর্গার ও লক্ষীর গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চন, সরস্বতীর শুভ্র বর্ণ। কার্ত্তিক পীতবর্ণ ও গণেশ গোলাপি। লক্ষী-ও-সরস্বতী পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান। ঠাকুর দালানেই প্রতিমা গড়ার কাজ হইয়া থাকে। পুজো হয় বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ ও গুপ্ত প্রেস মতানুসারে। এ পরিবারে বোধন বসিয়া থাকে কৃষ্ণনবমী তিথীতে আর সমাপ্ত ঘটে দুর্গানবমীতে, অর্থাৎ দেবী চণ্ডীর কল্পারম্ভ ও ঘট বসিয়া যায় পুজোর ঠিক দ্বাদশ দিবস পূর্বে। পরিবারের অবিবাহিতা কন্যাদের দেবীপক্ষ পড়িলে হাতে শাঁখা পড়িতে হয়, নোয়া পড়িতে পারিবে না। পুরীর লম্বা জিবেগজা দেবীর প্রসাদের মধ্যে অন্যতম। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই তিন দিন এখানে দেবীর উদ্দেশে অন্নভোগ সেবা দেওয়া হইয়া থাকে; সপ্তমী ও অষ্টমীতে খিচুড়ি এবং নবমীতে পোলাও, কিন্তু পূর্বে লুচি ভোগ দেওয়া হইতো। পুরনো রীতি মানিয়া এখনও বাড়ির সদ্যসদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের সময় 'বাবা, রামশরণের কড়াই ধর' বলার নীতি আছে, এটার মানে হইল রামশরণের যে ক্ষতি হইয়া ছিল বা রামশরণের সময়তে পরিবারে যে ক্ষতি হইয়া ছিল তাহা পূরণ করিয়ো। মহাষ্টমীর দিবসে কালোপ্রদীপের আরতি এ পরিবারের বিশেষ রীতি। পাঁঠাবলি বহুপূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার জায়গায় আসিয়াছে আঁখবলি, চালকুমড়ো বলি এবং চালের পিটুলি দিয়া মানুষাকৃতি তৈরী করিয়া হয় 'শত্রু বলি', যার মানে হইলো যে 'দত্তচৌধুরীদের শত্রুর নাশ হক'। নবমীর দিবসে ব্রাহ্মণ–ও–অব্রাহ্মণ জোড়া কুমারী পুজো হইয়া থাকে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যের সময় বাড়ির বৌরা দেবীকে কনকাঞ্জলি দিয়া থাকে। আন্দুলের পার্শবর্তী ঝোড়হাট গ্রামের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লোকেরা দেবীকে তাহাদের কাঁধে করিয়া শোভাযাত্রার সহিত লইয়া যায় আন্দুলের দুলেপাড়াতে। ঐ শোভাযাত্রায় দত্তচৌধুরী পরিবারের কোনো মহিলাদের অংশগ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। দুলেপাড়ার দুলেরা একসময়ে ইঁহাদের

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date.....

অনুগত প্রজা ছিল, তাহাদের বধূগণ বরণ করিবার পর পুনরায় দেবীকে শোভাযাত্রা করিয়া চৌধুরী পাড়ায় নিয়া আসিয়া পরিবারের দালানের নিকট দেবোত্তর পুকুরেই প্রতিমা নিরঞ্জন করা হইয়া থাকে। পূর্বে সরস্বতী নদীর তীরে পরিবারের নিজেস্ব ঘাট ছিল, সেখানেই প্রতিমা নিরঞ্জনের কাজ সমাপ্ত হইতো। যেহেতু এটি জমিদার বংশের পূজা তাই পাড়ার লোকেদের অংশগ্রহণও লক্ষ করিয়া যায়, কারণ রামশরণ যখন প্রথম এই পূজা শুরু করিয়া ছিলেন তখন অঞ্চলে দুর্গাপূজা বলিতে এই একটিই । প্রজা, কর্ম্মচারী সহ গোটা গ্রাম আনন্দে মাতিয়া উঠিত চৌধুরীদের দুর্গাপূজার ঢাকের আওয়াজে। এ বংশে দুর্গাপূজা ছাড়া আর কোনো মূর্ত্তি পূজার নিয়ম নাই।

Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950-এর বহু পূর্ব্বেই দত্তচৌধুরীরা পৈতৃক জমিদারি ছাড়িয়া চাকুরীজীবি হইয়া পড়েন। আজ আন্দুলে মোটে দুই-এক ঘর দত্তচৌধুরীদের বাস। অধিকাংশই কর্ম্মসূত্রে নানান জায়গায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, বাংলার বাহিরে, এমনকি বিদেশেও। নেই চৌধুরী প্রাসাদ, নেই হাতিশালা ও ঘোড়াশালা, রইয়া গিয়াছে শুধু মাত্র বার্ষিকী দুর্গাপূজা ও চারটি দেবোত্তর শিবালয়। একসময় এই দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ পরিবারের পৈত্রিক মালিকানা দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহিত হইয়া থাকিত।

পূর্বে বিভিন্ন লেখকের দ্বারা লিখিত এই বংশের ইতিহাস হইতে ইঁহাদের প্রথম দিকের দেবোত্তর সম্পত্তির অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী ও জমিদার তেকড়ী দত্ত হইতে রামশরণ দত্তচৌধুরী পর্যন্ত বজায় ছিল। পরবর্তীকালে রামশরণের ষষ্ঠম পুত্র কাশীশ্বর দত্তচৌধুরী তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ্রীকাশীশ্বর জীউ' -র সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়া গিয়াছিলেন। আজ থেকে ৫০/১০০ বছর পূর্বে পর্যন্তও এই পরিবারের বেশ কিছু দেবোত্তর পুকুর ছিল যা পরে-পরে বিক্রি হইয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নথি অনুযায়ী বর্তমানে দত্তচৌধুরীদের দেবোত্তর জমির পরিমান মাত্র ০.৭২ একর।

- বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব –

১. বসন্ত চৌধুরী (১৯২৮ – ২০০০), বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্র শিল্পী।

২. অক্ষয় চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮), লেখক ও জোঁড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির ঘনিষ্ঠ।

৩. শরৎ কুমারী (বসু) চৌধুরানী (১৮৬১ – ১৯২০), লেখিকা, (অক্ষয় বাবুর পত্নী) ।

*****

হেমোৎপল চৌধুরী, *বরিষ্ঠ সদস্য*
(আন্দুলের দত্তচৌধুরী বংশের ২৫'ম পুরুষ)
Sacramento, California, USA.
ই-মেল: hemotpaul@gmail.com

ধ্রুব দত্তচৌধুরী
(দত্তচৌধুরী বংশের ২৭'ম পুরুষ)
চৌধুরী বাটি, চৌধুরী পাড়া, আন্দুল
হাওড়া – ৭১১৩০২

যোগাযোগ নম্বর: (+৯১)–৭৩২৫-৯৮৪-২৫৮ /
(+৯১)-৬৩৭২-৬২৫-০১৫
ই-মেল: dhrubachaudhury93@gmail.com

DUTTA CHAUDHURY FAMILY ★ আন্দুল / ANDUL ★ Date 2.1 JUN 2022

Annexure-I

চৌধুরী বংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী - ১

Dutta Chaudhury family
Andul

দেবদাস তেকড়ি দত্ত (দত্তচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা)

রত্নাকর চৌধুরী — রমাকান্ত দত্ত

কামদেব চৌধুরী

কৃষ্ণানন্দ চৌধুরী [কৃষ্ণানন্দ দত্ত ; পুরী, ছটি]

মাধবরাম দত্ত — কন্দর্পরাম চৌধুরী

রামশরণ চৌধুরী — গোবিন্দশরণ দত্ত [গোবিন্দপুর] — হরিশরণ দত্ত [মুড়াগাছা পরগণা]

মহেশচন্দ্র চৌধুরী — শিবরাম চৌধুরী — জগন্নাথ চৌধুরী — পার্বতীচরণ দত্ত — প্রেমচাঁদ দত্ত — কাশীশ্বর চৌধুরী

(পরের পৃষ্ঠায়)

রাজারাম চৌধুরী

কালীচরণ চৌধুরী — রামসুন্দর চৌধুরী

শ্যামসুন্দর চৌধুরী

ভৈরবী চরণ চৌধুরী

কেশব চন্দ্র চৌধুরী

বিনোদবিহারী চৌধুরী

বিভূতিভূষণ চৌধুরী — অরুণ চন্দ্র চৌধুরী — বনবিহারী (রজনীকান্ত) চৌধুরী — নিপেন্দ্রনাথ চৌধুরী

কাশীনাথ চৌধুরী — দিলিপ চৌধুরী

ললিত মোহন চৌধুরী — সমীর কুমার চৌধুরী

সত্যব্রত চৌধুরী — কল্যাণ কুমার চৌধুরী — জয়ন্ত চৌধুরী — দেবীপ্রসাদ চৌধুরী — রবীন চৌধুরী — চন্দ্রনাথ চৌধুরী

ধ্রুব চৌধুরী — নন্দন চৌধুরী

Annexure-II

চৌধুরী বংশের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী - ২

DUTTA CHAUDHURY FAMILY
Date 21 JAN 2022

পরিবারের উৎস, শাখা ও প্রশাখা

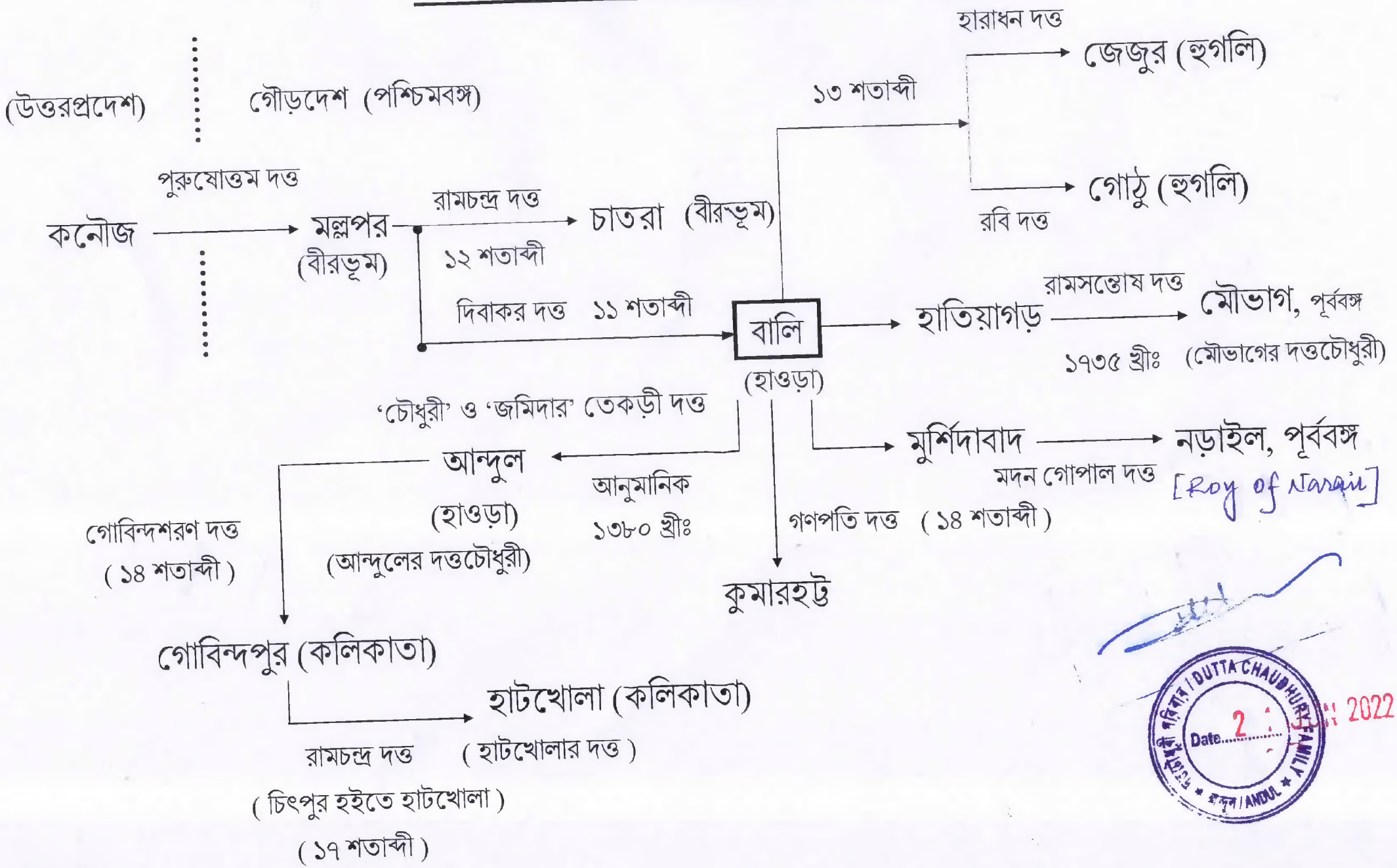

Created with PDFBear.com

Annexure-III

~ তথ্যসূত্র / Reference ~

ক্রঃ নং / Sr. No.	বইয়ের নাম / Book names	লেখক / Authors	প্রকাশিত সাল / Published year
১.	দত্ত বংশমালা	কেদারনাথ দত্ত (শ্রীলা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)	১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ ১৮৯৯খ্রিস্টাব্দ
২.	Ain-I-Akbari, Vol-II	AbulFazal	1891 CE
৩.	Bengal District Gazetters - Howrah	O'Malley and Chakravarty	1909 CE
৪.	ব্রহ্মকায়স্থ	বিমলা প্রসাদ দত্ত	১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ
৫.	আমার গ্রামের কথা	অতুল কৃষ্ণ দত্তচৌধুরী	১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
৬.	Bengal in the reign of Aurangazib *(PhD papers, University of London)*	Anjali Basu	1965 CE
৭.	কলিকাতার ইতিবৃত্ত	প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ
৮.	বালিগ্রামের ইতিহাস	মোহিত কুমার বন্দোপাধ্যায়	১৯৮২খ্রিস্টাব্দ
৯.	পরিবর্তন	*(Magazine)*	১৯৮৩, ৫ই অক্টোবর, সংখ্যা নং ১৪
১০.	আনন্দমেলা	*(Magazine)*	১৯৮৩, ১৪ই ডিসেম্বর
১১.	Dutta Chaudhuri Chronicles - Our Ancestry	Hemotpaul Chaudhuri	2016 CE 2020 CE 2022 CE

DUTTA CHAUDHURY FAMILY ★ আন্দুল / ANDUL ★ Date 21 JUN 2022

-:ঘোষণা / Declaration:-

আমরা এর দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমাদিগের নিজ বংশের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই স্থানে বর্ণনা করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ যাহা পড়িয়াছি ও যাহা শুনিয়াছি। এর মধ্যে একটিও আমাদিগের নিছক কল্পনা নহে।

We here by declaring that the brief history of our own family which we have described here is entirely what we have read and heard. None of this is our mere imagination.

নাম / Name 1: হেমোৎপল চৌধুরী

স্বাক্ষর / Signature: হেমোৎপল চৌধুরী

নাম / Name 2: Dhruba Dutta Chaudhury

স্বাক্ষর / Signature:

তারিখ / Date: 2202 NUC 1 2 21 JUN 2022

পারিবারিক সীল / Family seal: